কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং ঃ ১২.১১.০০০০.০১২.৩৮.০০১.১৮ – ২৫৭/২(১৭)

তারিখঃ ০৫/০২/১৯

প্রাপক
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
----------অঞ্চল (সকল)।

বিষয়ঃ আমের রোগ ও পোকা আক্রমণে করণীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আম বাংলাদেশে একটি বাণিজ্যিক ফল। বর্তমানে সারা দেশে আম গাছ মুকুল অবস্থায় আছে। আমে বিভিন্ন পোকা ও রোগ আক্রমণে এই ফলের গুনগত মান নষ্ট করে ফেলে। অধিক ফলন ও গুনগতমানসম্পন্ন আম উৎপাদনের জন্য আম গাছ রোগ ও পোকা মুক্ত রাখা প্রয়োজন। আমের রোগ ও পোকা দমনে করণীয়ঃ

১. মুকুল বের হওয়ার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে **হপার পোকা** দমনে এসিটাফেট গ্রুপের যেমন এগ্রোফেট ৭৫ এসপি ২.৫ গ্রাম অথবা এসিটামিপ্রিড গ্রুপের যেমন বিসমার্ক ২০ এসপি ১ মিলি অথবা আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের যেমন ফাসটেক ২ ইসি ১ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে এবং **এনথ্রাকনোজ রোগ** দমনে এজোক্সট্রবিন (২০%) + সাইপ্রোকোনাজল (৮%) গ্রুপের যেমন ডোভার ২৮ এসসি ১ মিলি অথবা এজোক্সট্রবিন (২০%) + ডাইফিকোনাজল (১২.৫%) গ্রুপের যেমন এমিস্টার টপ ১ মিলি অথবা কার্বেনডাজিম গ্রুপের নোইন ৫০ ডব্লিউপি ১ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অনুমোদিত যেকোন একটি কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক একত্রে মিশিয়ে প্রথমবার এবং এক মাস পর দ্বিতীয় বার স্প্রে করতে হবে।

৩. প্রাথমিক পর্যায় আমের উইভিল ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন গ্রুপের সুমিথয়ন ৫০ ইসি অথবা ইথিয়ন ৫০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে মধ্য মার্চ হতে ১৫ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে

৪. আম গাছে জাব পোকা এবং মিজ পোকা আক্রমণ দেখা দিলে ভালোভাবে পরীক্ষা না করে এ পোকার উপস্থিতি জানা সম্ভব নয় এ জন্য এ পোকা সমূহ দমনের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করে ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে মুকুল ও আম মটর দানা অবস্থায় ফেনিট্রথিয়ন গ্রুপের সুমিথয়ন ৫০ ইসি/ ইথিয়ন ৫০ ইসি অথবা ডাইমেথোয়েড গ্রুপের যেমন টাফগড়/ সানগড় ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ২ বার স্প্রে করলে এ পোকা থেকে সহজেই গাছের ফুল ও ফল রক্ষা পাবে।

৫. ফল পরিপক্বতার সময় মাছি পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন গ্রুপের সুমিথয়ন ৫০ ইসি অথবা ইথিয়ন ৫০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে শেষ বিকালে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ফল সংগ্রহের এক মাস পূর্বে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বা ব্যাগিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

৬. ফল সংগ্রহের এক সপ্তাহ পূর্বে সকল ধরনের কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক স্প্রে বন্ধ রাখতে হবে।

তথ্য সুত্রঃ কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং কৃষকের জানালা

(চন্ডী দাস কুন্ডু)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন নং ঃ ৯১৩১২৯৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি,ঢাকা।
২. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

১. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা, ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য।